তারিখ 04 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈঃ জনকণ্ঠ

06

আগামী শিক্ষাবছরের আগেই পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি নিরসন করা হবে ॥ শিক্ষামন্ত্রী

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

আগামী শিক্ষাবছর শুরুর আগেই পাঠ্য পুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি নিরসনের টার্গেট ঠিক

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

আগামী শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বুধবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, এখন যেসব বই বাজারে রয়েছে বাস্তব কারণেই সেগুলো সংশোধনের সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে গড়া কমিটিকে করণীয় সম্পর্কে শীঘ্রই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট পাবার পর পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক হবে। মন্ত্রী বলেন, পাঠ্য পুস্তক, বিশেষত যেগুলো প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় সেগুলোতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় নেতাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা থাকবে। বোর্ড কমিটির রিপোর্ট পাবার পর ইতিহাস বিকৃতি রোধে কি কি বিষয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন করতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টামণ্ডলী নিয়োগ, বিষয়গুলো কাদের কাদের দিয়ে লেখানো যায় এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। মন্ত্রী বললেন, আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে এসব কিছু ছাপা-বাঁধাইয়ের পরে অবশ্যই নতুন বছরের শুরুতেই যাতে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া যায়।

মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাঠ্য পুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি নিরসনের সিদ্ধান্ত হয়। বুধবার যোগাযোগ করা হলে টেক্সট বুক বোর্ড-এর একজন কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা কাজ শুরু করেছেন। তবে সব দিক ভেবেচিন্তে বাস্তবভিত্তিক একটি রিপোর্ট তৈরিতে কয়েকদিন সময় লাগবে। টেক্সট বুক বোর্ডের বই লেখানো হয় একটি বিশেষ লেখক প্যানেলের মাধ্যমে। অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক লেখাও আহ্বান করা হয়। সংশ্লিষ্ট শাখার বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, স্থানীয় ব্যক্তি, স্কুল-কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষকরা থাকেন লেখক প্যানেলে।